দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৫ ...

পাশে স্কুল ভবন কিন্তু ক্লাস চলে মাঠে....

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) থেকে সংবাদদাতা ▌ জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার আর.এন.সি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষের অভাবে ২ বছর ধরে খোলা আকাশের নীচে মাটিতে বসে রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে লেখাপড়া করে। ফ্যাসিলিটিজ ভবনের তিনতলার প্রথম তলার দেওয়াল পর্যন্ত করেই ঠিকাদারের কোন হদিস নেই। বিদ্যালয়টি ২০০২ সালে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের তালিকাভুক্ত হয়। তৎপর ৬ মাসের মধ্যে কাজটি শেষ করার জন্য ২০০১ সালে সিভিউল মোতাবেক কাজটি পায় টাঙ্গাইল-গোপালপুরের ঠিকাদার ছানোয়ার হোসেন। অভিযোগে প্রকাশ, এই ঠিকাদারের কাছ থেকে মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে হস্তবদল হয়ে তিন নম্বর ঠিকাদারের হাতে কাজটি পৌঁছে। কাজ শুরু হয় ৩রা জুলাই ২০০১।

এদিকে ঠিকাদার মাটির নীচে ঢালাই শেষ করে ৬ মাস যাবৎ উধাও। আবার হঠাৎ উদয় হয়ে দেওয়ালের খানিকটা কাজ করে তল্পি-তল্পাসহ এখন গায়েব।

বিদ্যালয়ের সভাপতি এ্যাডভোকেট মোজাম্মেল হক বলেন, এমন এক ঠিকাদার কাজটি হাতে নিয়েছেন যাদের না আছে টাকা-পয়সা, না আছে চেষ্টা-তদবির।

টাঙ্গাইল-গোপালপুর মোবাইলে ঠিকাদার ছানোয়ার হোসেনকে না পেয়ে তার সঙ্গী অপর দু'জন ঠিকাদার মানিক চন্দ্র এবং হাবিবুর রহমান হাবিবের সাথে কথা হলে তারা জানান, সরকারের সংশ্লিষ্ট ফাণ্ডে টাকা নেই। যতটুকু কাজ করেছি তারই বিল আমরা পাচ্ছি না। সরকার টাকা না দিলে কাজ করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কি হবে?